তারিখ ... 02 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

# 'সাম্প্রদায়িকতামুক্ত শিক্ষা চাই মুক্ত মানবিক দেশ চাই'

## শুরু হলো সপ্তাহব্যাপী পথনাটক উৎসব

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

'সাম্প্রদায়িকতামুক্ত শিক্ষা চাই, মুক্ত মানবিক দেশ চাই'- এ প্রতিপাদ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নীলাকাশে রঙিন বেলুন উড়িয়ে বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদের আয়োজনে গতকাল শুরু হল পথনাটক উৎসব। আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত চলমান এ উৎসবে দেশের ৩২টি দলের ৩২টি পথনাটক প্রদর্শিত হবে। যে মানুষটি উৎসবের উদ্বোধন করলেন: সাড়াটি জীবনই তিনি লড়েছেন পথনাটকের জন্য। এই পথনাটকের জন্য প্রাণ হারিয়েছেন তাঁর স্বামী উপমহাদেশের পথনাটক আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব সফদর হাশমি। তার মৃত্যুর ২৮ বছর পরেও এই পথনাটকের জন্য সংগ্রামী মলয়শ্রী হাশমির হাত ধরে গতকাল বুধবার থেকে শুরু হয় বাংলাদেশ পথনাটক উৎসব।

ভাষা আন্দোলন-মুক্তিযুদ্ধসহ সকল মুক্তিসংগ্রামে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও এক মিনিট নিরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতা। এরপর সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীদের কণ্ঠে গীত হয় জাতীয় সঙ্গীত। এরপর ছিল আলোচনা পর্ব। উদ্বোধক মলয়শ্রী হাশমি ছাড়াও আরও বক্তব্য রাখেন নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ ও ঝুনা চৌধুরী। পথনাটক পরিষদের সভাপতি মান্নান হীরার সভাপতিত্বে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন পরিষদের সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান, স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আহাম্মেদ গিয়াস ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উৎসবের আহ্বায়ক মোহাম্মদ বারী। এছাড়াও হুমায়ুন আজাদের 'বই' কবিতাটি পাঠ করেন আহকামউল্লাহ।

উদ্বোধনকালে মলয়শ্রী হাশমি বলেন, 'সারা পৃথিবীতে এখন দক্ষিণপন্থিদের উত্থান চলছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান নিতে হবে। নাটকের মাধ্যমে শৈল্পিকভাবে প্রতিবাদ করতে হবে।' স্বামী সফদর হাশমির স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, 'তিনি যেভাবে নাটকের মাধ্যমে সমাজের সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। আমরা তাঁর দেখানো পথ ধরেই এগিয়ে চলছি।'

রামেন্দু মজুমদার বলেন, 'পথনাটকের ভাষা প্রতিবাদের। নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে আমরা পথনাটকের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলাম। বর্তমান সময়ে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সরকার যে খেলা খেলছে, তার বিরুদ্ধে পথনাটকের মধ্য দিয়ে লড়াই করতে হবে।' নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বলেন, 'পাঠ্যপুস্তকে একটি ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে সরকার বিভাজন রেখা এঁকেছে। যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ভালো হবে না।'

উদ্বোধন পর্ব শেষে ব্রতচারী নৃত্য পরিবেশন করেন বাংলার ব্রতচারী সংঘের শিল্পীরা। এরপর মান্নান হীরার রচনা ও নির্দেশনায় আরণ্যক নাট্যদল মঞ্চস্থ করে 'মূর্খ লোকের মূর্খ কথা'। এরপর শহিদুল হাসান শামিমের রচনা ও তানভির আহাম্মেদ চৌধুরীর নির্দেশনায় গাজীপুরের মুক্তমঞ্চ নাট্যদল মঞ্চস্থ করে 'চোর সমগ্র' (মুখ নাটক)। সব শেষে ছিল টাঙ্গাইল কালিহাতির নিপেন পাল ও তার সঙদলের বিশেষ 'সঙযাত্রা'।

### মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে 'কবিকণ্ঠে কবিতা'

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিয়মিত আয়োজন 'কবিকণ্ঠে কবিতা'। 'একুশে একুশে একাত্তর' শিরোনামে এই আসরে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কবিতা পরিষদের সাবেক সভাপতি হাবিবুল্লাহ সিরাজী। স্বাগত ভাষণ দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি কবি রবিউল হুসাইন। তিনি বলেন, 'অশুভের বিরুদ্ধে কবিতা হল এক দারুণ যুদ্ধাস্ত্র। সৈনিকরা মেটালিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে, কবিরা করে এই শব্দের অস্ত্র নিয়ে।' কবিতা পাঠ করেন রণজিৎ কুমার, পারভীন আক্তার, শামস হক, আতাহার খান, হাসান হাফিজ, রবীন্দ্র গোপ, শিহাব সরকার, তারিক সুজাত প্রমুখ।